অপরাধ দমনে পুলিশের বিশেষ অভিযান

এ সময়ের আলোচিত কয়েকটি হত্যা-সন্ত্রাস

দিন পরিবর্তনের সাথে সরকার বদল হয়। হালনাগাদ হয় পুলিশের অপরাধী তালিকা। তালিকাভুক্ত অপরাধীদের ধরতে চলে বিশেষ অভিযান। কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা অপরাধীরা। বিশেষ অভিযান চললেও তাই বলা যায়, ভালোই আছে অপরাধীরা। সম্প্রতি হালনাগাদ করা ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধী তালিকায় স্থান পেয়েছে সরকারি দল আওয়ামী লীগ, প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী, ঢাকা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার ও ভূমিদস্যুদের নাম। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা তালিকাভুক্ত এসব অপরাধী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অনেক অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের হালনাগাদ তালিকায় রাজধানীর ৩৫ থানায় অপরাধীর সংখ্যা হচ্ছে ৩ হাজার ৮৩ জন। পুলিশ সূত্র দাবি করেছে, চলমান অভিযানে চলতি মাসের ২৬ তারিখ সকাল ৮টা পর্যন্ত ৪৯৭৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

যেভাবে চলছে অভিযান

গত ১০ জুন থেকে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। রাতে ঢাকার নিরাপত্তা বাড়াতে বিশেষ করে ছিনতাই প্রতিরোধে আবারো রোডিং ফোর্স পেট্রোল অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় চেক পোস্টের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অভিযানে রাজধানীর ৮টি ক্রাইম ডিভিশনের ডিসিসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন। চলমান এ অভিযানে প্রতিটি রোডিং ফোর্স পেট্রোল টিমে থাকছে ১৫ থেকে ২০ জন পুলিশ। তারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্পটে দায়িত্ব পালন করছে। কাউকে সন্দেহজনক মনে হলেই তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। প্রয়োজনে যাত্রীবাহী বাস তল্লাশি করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে তাদের। সন্ত্রাসী মলম পার্টি ও ছিনতাই কারীদের আতঙ্ক দূর করতে এ ফোর্স চালু করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সচল রাখতে প্রতিটি জোনে অতিরিক্ত ১২০ জন পুলিশ দেয়া হয়েছে। ছিনতাই প্রতিরোধে রাজধানীর ৩০০ পয়েন্টে পুলিশি নজরদারি জোরদার করা এবং প্রতিটি থানায় ৪টি করে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটি মোবাইল টিম। এসব টিম মোবাইল ডিউটির পাশাপাশি স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করছে। রাজধানীর ১৬০টি পয়েন্টে গাড়ি তল্লাশি করা এবং থানার মোবাইল চেক পোস্টগুলো আরো সক্রিয় করা হয়েছে। উপরন্তু, যে থানায় অপরাধ ঘটবে সে থানার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বহন করতে হবে।

২০০৮ ও ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মামলা এবং গ্রেফতার, উদ্ঘাটিতের পরিসংখ্যান

ঢাকা মহানগর পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার ও উদ্ধারের বিবরণী: সময় জানুয়ারি/০৮ হতে ডিসেম্বর/০৮ পর্যন্ত

মামলার খাত	মামলার সংখ্যা	গ্রেফতারের সংখ্যা	উদ্ঘাটিত
খুন	৩২৪	২৯৮	৮৮
ডাকাতি	১০০	১৮২	২৭
ছিনতাই/দস্যুতা	১০৫২	১১৯৫	৫০১
মলমপার্টি	৪৪	৪১	১২
অজ্ঞান পার্টি	১০৭	১৪৭	৫৬
মাদক দ্রব্য	১৫১১	২১২০	১৫১১
অস্ত্র	১৫৪	৩২৫	১৫৪
চাঁদাবাজ	১৭২	২৬৭	১৭২
গাড়ি চুরি	৭২৯	২৮১	২২৯

সর্বমোট মামলা ৪১৩৯টি, গ্রেফতার ৪৮৫৬ জন, উদ্ঘাটিত ২৭৫০টি।

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০০৯

মামলার খাত	মামলার সংখ্যা	গ্রেফতারের সংখ্যা	উদ্ঘাটিত
খুন	৩২+১৬+৩৪	৪৬+২৯+৫৪	১৫+১০+৯
ডাকাতি	১৮+৯+১০	৩৯+৪৯+১২	৮+২+৩
ছিনতাই/দস্যুতা	১৪৬+১০৮+৮২	৪০৭+৩৬৬+১৫০	৮৩+৭৬+৪৮
মলমপার্টি	১+৮+২	০+২৩+৩	০+৭+০
অজ্ঞান পার্টি	৩+১২+১৩	১১+১৭+১০	২+৬+৭
মাদক দ্রব্য	৩৫৬+৪০৬+২১১	৫১৯+৭৩৫+৪৩৩	৩৫৬+৪০৬+২১১
অস্ত্র	১৯+৩০+২৩	৩৮+৭৩+৪১	১৯+৩০+২৩
গাড়ি চুরি	৬১+৫৯+৬২	৩৯+৩৮+২২	২১+১৮+১৮

সর্বমোট মামলা ৬৩৮+৭২০+৪৯৬টি, গ্রেফতার ১০৯৯+১৩৭৩+৭৪৪, উদ্ঘাটিত ৫০৪+৬০৯+৩৭৮।

ডিএমপি কমিশনারের বক্তব্য

চলমান বিশেষ অভিযান সম্পর্কে ডিএমপি পুলিশ কমিশনার একেএম শহীদুল হকের কাছে সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ'র পক্ষ থেকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চলমান অভিযানে রাজনৈতিক পরিচয় দেখা হচ্ছে না। অপরাধী তো অপরাধীই। কোনো ব্যক্তি সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত থাকলে তার জন্য তদবির বা সুপারিশ আমার কাছে এ পর্যন্ত আসেনি। বর্তমান সরকার সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চলমান অভিযান সারা বছর চলতে থাকবে এবং সন্ত্রাসী তালিকা হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়াও চলতে থাকবে। অপরাধী গ্রেফতারের সাথে সন্ত্রাসী তালিকা হালনাগাদ করণের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার কাছে সব অপরাধীই সমান। আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে কাউকে শীর্ষ বলতে চাই না। কারণ, আমি মনে করি, কাউকে শীর্ষ বললে তাকে উৎসাহিত করা হয়। চলতি সপ্তা'র আলোচিত অপরাধের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শ্যামলী ওভার ব্রিজের নিচ থেকে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ ধারণা করছে তারা ছিনতাইকারী। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখবো। ওই ঘটনায় যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে আমরা ব্যবস্থা নিব। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্ন অপরাধ ঘটার পর পুলিশের কাছে অভিযোগ আসে দেরিতে। পুলিশের কাছে যখন কেউ অভিযোগ করেন তখন পুলিশ ব্যবস্থা নেয়। দরপত্র জমা দেয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোথাও সমস্যা হলে সেই প্রতিষ্ঠান নিকটস্থ থানায় অভিযোগ করবেন অথবা আমার অফিসে দরপত্র জমা দেয়ার বাক্স রেখে যাবেন। এছাড়া মোবাইল ছিনতাই হলে থানায় মামলা করতে হবে। আমরা প্রতিমাসে অনেক মোবাইল ফোন উদ্ধার করি। গাড়ি ছিনতাই এবং চুরি যা হচ্ছে পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে তা উদ্ধার করতে সক্ষমও হচ্ছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি পুলিশ ৪০ লাখ টাকার যন্ত্রাংশসহ গাড়ি চোরের সংঘবদ্ধ নেতাকে গ্রেফতার করেছে। সরকার সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কোনো প্রকার আপস করতে চায় না। সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক সরকারের পক্ষ থেকে তাকে গ্রেফতারের কথা বলা হয়েছে।

কয়েকটি আলোচিত অপরাধ

হাত দিবি না পা দিবি : শ্যামলী ওভারব্রিজের নিচ থেকে সাদা পোশাকধারী পুলিশ গত ১৩ জুন ভোর পাঁচটায় ট্যাক্সিক্যাব থামিয়ে আমাদের নামতে বলে। কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ৩ জনের চোখ বেঁধে ফেলে। নিয়ে যায় পুলিশ ফাঁড়িতে। সেখানে দিনভর আটকে রাখে। রাত ৯টায় পুলিশ ৩জনকে নিয়ে বের হয়।

ভোর ৪টার দিকে রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধের সামনের রাস্তায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানতে চায়, তোরা হাত দিবি, না পা দিবি। দু'জন কাজ করে যেন খেতে পারি, সেই আকুতি জানাই। দু'জনের পায়ে গুলি করে পুলিশ। বাকি জনের হাতে। তারপর দু'টি চাকুতে প্রত্যেকের হাতের ছাপ নেয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাহবুব মিয়া (৩০), নূর হোসেন (৩০) এভাবেই সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ'র কাছে পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করলেন। তবে মোহাম্মদপুর থানার দাবি ভিন্ন। তাদের কাছ থেকে দু'টি চাকু ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে বলে মোহাম্মদপুর থানা সূত্র দাবি করেছে।

আহতদের দাবি: আহত মাহবুব মিয়া দাবি করেন, পূর্বশত্রুতার জের ধরে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের সোর্স উজ্জল তাদের ধরিয়ে দেয়। তার ও উজ্জলের গ্রামের বাড়ি একই এলাকায়। উজ্জল কয়েকদিন ধরে তার কাছে টাকা দাবি করে আসছিলো।

আহতদের পরিবারের কথা: পুলিশের গুলিতে আহত লুৎফর রহমানের মা সুফিয়া খাতুন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার ছেলে ছিনতাইকারী হতে পারে না। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। সাধারণ ডায়েরি (জিডি) নেই। ছেলেকে গুলি করে এখন ছিনতাইকারী বানানো হচ্ছে। তিনি এর তদন্ত ও বিচার দাবি করেন। লুৎফরের বোন রাবেয়া বেগম দাবি করেন, পুলিশের সোর্স উজ্জল এলাকার মাহবুবের কাছে ৪০ হাজার টাকা দাবি করেছিল। ওই টাকার জন্য মাহবুবের সঙ্গে তার সমস্যা হয়। এক ট্যাক্সিক্যাবে থাকায় আমার ভাইও বিপদে পড়ল।

সুস্থ হওয়ার আগেই লুৎফর কারাগারে: গুলিবিদ্ধ ক্যাব চালক লুৎফরকে সুস্থ হবার আগেই গত ১৭ জুন পুলিশ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করেছে।

ডাক্তারের কথা: পুলিশের গুলিতে আহত মাহবুব মিয়া, নূর হোসেন, লুৎফর রহমানের শারীরিক অবস্থার খবর নিতে গিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার খলিলের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, লুৎফরকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের কাছে মাহবুব মিয়া এবং নূর হোসেন চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের পায়ের হাড় ভেঙে গেছে (গুলিতে)। আমরা অর্থোপেডিকসে রেফার করেছি। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে দেড় দুই মাস সময় লাগবে। লুৎফরের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন বিষয়টি আদালতের ব্যাপার।

ঢাবিতে মাইক্রোবাস ছিনতাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মাইক্রোবাস ছিনিয়ে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সূত্র জানায়, গত ১৫ জুন রাত পৌনে ১২টায় ঢাবি'র রোকেয়া হলের সামনে সন্ত্রাসীরা একটি মাইক্রোবাস (ঢাকা-মেট্রো-গ-১৭-০০৪৯) ব্যবসায়ী আব্বাস উদ্দীনের ছেলে সোহাগকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ছিনিয়ে নেয়।

ছাত্রলীগের বাধায় ডিএফপিতে দরপত্র জমা দিতে পারেনি ঠিকাদাররা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের (ডিএফপি) দরপত্র জমা দিতে পারেননি সাধারণ ঠিকাদাররা। গত ১৫ জুন পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজরা তাদের বাধা দেয়। অভিযোগ উঠেছে রমনা থানা ছাত্রলীগের সভাপতি খোরশেদ আলম মাসুদের নেতৃত্বে তার অনুসারীরা পুলিশের সামনে সাধারণ ঠিকাদারদের দরপত্র জমা দিতে বাধা প্রদান করে।

রাজধানীতে ছাত্রসহ ৩ খুন

অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজধানীতে ৩টি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গত জুন পুলিশ ডেমরা থানার সাদ্দাম মার্কেট এলাকা থেকে মুখে টেপ লাগানো অবস্থায় আমজাদ হোসেন (১৮) নামের এক কলেজ ছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে। একই দিনে বাদামতলীতে শাহীনুর (২০) নামের এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ১৫ জুন নগরের মুগদাপাড়ায় ওসমান (৩৫) নামের এক দোকান কর্মচারীকে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়।

কাওরানবাজারে ট্রিপল মার্ডার

২৬ জুন রাজধানীর কাওরান বাজারের ডিআইটি মার্কেটের অফিসে সশস্ত্র দুর্বৃত্তের গুলিতে ৩ জন খুন হয়েছে। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আবদুর রহিম নামে আরও একজন। জানা যায়, শুক্রবার প্রকাশ্যে দিন-দুপুরে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দল খুন করে চলে যাওয়ার সময়ে জনতা ধাওয়া দিলে তারা ফাঁকা গুলি করে মাইক্রোবাসযোগে চলে যায়। নিহতরা হলেন মহাজোট সরকারের শরিক জাতীয় পার্টির তেজগাঁও থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশরাফ মিয়া (৫০), আওয়ামী লীগের ৩৯নং ওয়ার্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ ফারুক মোল্লা (৪২) ও পাশের দোকানের কর্মচারী, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নূরুদ্দিন সরকার জুয়েল (৩৬)।

ডিআইটি মার্কেটের সমিতির অফিসে আশরাফ মিয়া, ফারুক মোল্লা, জুয়েল, রহিমসহ ৬/৭ জন বসে আলাপ করছিলেন। এ সময় ৪-৫ জনের একটি সশস্ত্র দল সেখানে আসে। সশস্ত্র দলটি এসেই তাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আশরাফ মিয়া ও ফারুক মোল্লা। জুয়েল দৌড়ে পালানোর সময়ে ঘটনাস্থলের একটু দূরে মাছের আড়তের সামনে পড়ে যায়। সেখানে তার লাশ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে তেজগাঁও থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। তবে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে হত্যাকাণ্ডের কারণ জানাতে পারেনি।

- বিশেষ প্রতিবেদক

দলের সুনাম নষ্ট করছেন সাংসদ লতিফ

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এম এ লতিফ আওয়ামী লীগের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হবার পর থেকে ক্রমেই বিতর্কিত ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন লতিফের এ ধরনের অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডের ফলে নষ্ট হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের ভাবমূর্তি।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নির্বাচনের আগে যার সাথে আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক ছিল না, যিনি আমাদের দলের ন্যূনতম কর্মীও ছিলেন না, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি যার সামান্যতম শ্রদ্ধা ছিল না বরং যিনি জামায়াতে ইসলামীর বড় ডোনার হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তার কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ দেখাটা স্বাভাবিক। তাদের মতো সুযোগ সন্ধানীরা দলকে ডোবানোর জন্য একের পর এক নিন্দনীয় কাজগুলো করেন।

সম্প্রতি সাংসদ লতিফ চট্টগ্রামে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন সেলের (ডব্লিউটিসিসি) কর্তৃত্বের লড়াই নিয়ে মেয়র মহিউদ্দিন ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। খবরে প্রকাশ, গত ১২ জুন ডব্লিউটিসিসি'র দখল নিয়ে সাংসদ লতিফ মন্ত্রী-মেয়র অনুসারীদের হাতে লাঞ্ছিত হন এবং পুলিশের সাথে হাতাহাতিতে লিপ্ত হন। এ ঘটনায় উত্তেজিত নেতা-কর্মীরা সাংসদ লতিফের অফিস ভাঙচুর করেন। ডব্লিউটিসিসি'র নেতৃত্ব ধরে রাখার জন্য মরিয়া সাংসদ লতিফ আগ্রাবাদস্থ ডব্লিউটিসিসি কার্যালয় দখল করতে গেলে সেখানে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তিনি ডবলমুরিং থানা এসিকে চড়-থাপ্পড় ও লাথি মারেন এবং তার অস্ত্র নিয়েও টানাটানি করেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। ডব্লিউটিসিসি অফিসে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, সাংসদ লতিফ তার ইচ্ছেমত দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে স্বৈরাচারী স্টাইলে ডব্লিউটিসিসি পরিচালনা করছেন।

অন্যদিকে সাংসদ লতিফ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, এগুলো সব ষড়যন্ত্র। আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য এসব মন্ত্রী-মেয়রের পলিটিক্স। তিনি বলেন, আমি কোনো অন্যায় করিনি। সত্য কথা বলতে গিয়ে আমার ওপর আঘাত এসেছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ন্যায়বিচার চাই। বর্তমানে সাংসদ লতিফ মাথায় গুরুতর জখম ও বাঁ হাতের কব্জির হাঁড় ভেঙে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর অবস্থান করছেন। শুধু ডব্লিউটিসিসি নয়, সাংসদ লতিফ নির্বাচিত হবার পর থেকে বেশ কয়েকটি ঘটনার জন্ম দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। যেমন বেশ কয়েকবার পুলিশকে ধমক দেয়া, বন্দর কর্তৃপক্ষের মেম্বারের সাথে দুর্ব্যবহার, মেয়র মহিউদ্দিনের সাথে টেক্কা দেয়া, চট্টগ্রাম শহরে দিনের বেলা ট্রাক চলাচলের জন্য এককভাবে নির্দেশ দেয়া, যেখানে সেখানে সংসদ সদস্য পরিচয় দিয়ে ক্ষমতা ও দম্ভ প্রদর্শনসহ নানা ধরনের বিতর্কিত ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন। তার এ ধরনের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে একজন সিনিয়র নেতা বলেন, খুব অল্প সময়েই অনেক বেশি ক্ষমতা পেয়ে গেলে অনেকেই তা সামলাতে পারেন না। লতিফেরও তাই হয়েছে। তিনি সাংসদ লতিফের একের পর এক বিতর্কিত কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

- টি আর খান তাহিম